

15. C91 Managing Last Leg of the Race

15. C91 দৌড়ের শেষ বাঁকটি সামলানো

ডঃ মোহন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তাদের পেশায় কর্মরত ম্যানেজারদের জন্য আরও একটি বই লেখায় ব্যস্ত হলেন। এই ম্যানেজারদের অনেকেরই আনুষ্ঠানিক ম্যানেজমেন্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষাগ্রহণের , বিশেষত ‘কৌশলগত ব্যবস্থাপনা’ (Strategic Management) শেখার সুযোগ হয়নি। তাঁদের সম্ভবত এই বিষয়টির উপর কোনো সম্যক ধারণা ছিল না। অথচ ‘কৌশলগত ব্যবস্থাপনা’ শিক্ষা সব ম্যানেজমেন্ট বিশারদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। এইজন্য এই বিষয়টি ভারতের স্বীকৃত সকল ম্যানেজমেন্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একটি আবশ্যিক পাঠ্যক্রম।

Problem in Delivery of Book to User

ব্যবহারকারীর কাছে বই সরবরাহে সমস্যা

বইটি লেখা শেষ করার পর, তিনি অনলাইনে বিতরণের উদ্দেশ্যে তা প্রকাশকের ওয়েবসাইটে আপলোড করেন। বইটির ই-সংস্করণটিও সেখানে আপলোড করা হয়েছিল। এরপর তিনি তাঁর ব্যাপ্সালোরের ঠিকানায় বইটির একটি কপি অর্ডার করেন। তবে বইটি ৩ থেকে ৫ দিনের মধ্যে মুদ্রিত না হয়ে ৮ দিন সময় নেয়। ফলে এটি সময়মতো গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেনি। অর্ডার করার ১২ দিন পর যখন বইটি সেই ঠিকানায় পৌঁছায়, ততক্ষণে ডঃ মোহন ব্যাপ্সালোর ছেড়ে লখনউয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন।

তিনি ৮ই অক্টোবর লখনউতে বইটির প্রকাশের অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করেছিলেন। সেই প্রত্যাশায়, তিনি বইটির আরেকটি কপি ছাপিয়ে লখনউয়ের ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। এবার বইটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ছাপা হলো এবং ৫ই অক্টোবর ফেডেক্স (FedEx) কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। বলা হলো যে, রবিবার, ৭ই অক্টোবর বিকেল ৫টায় আইএমপি-এর গ্রন্থাগারিকের কাছে বইটি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। তবে, খোঁজখবর নিতে গিয়ে গ্রন্থাগারিকের কথায় তিনি বিস্মিত হলেন; তিনি জানালেন যে, কোনো বই-ই তাঁর কাছে এসে পৌঁছায়নি। ফেডেক্স কিংবা মুদ্রণকারী, কারো পক্ষেই বইটি ঠিক কোথায় গেল, তার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না। ডেলিভারি রসিদের কপিতে দেখা গেল যে, বইটির প্রাপক হিসেবে গ্রন্থাগারিকের নামই রয়েছে; কিন্তু তিনি সাক্ষ্য জানিয়ে দিলেন যে, রসিদে থাকা স্বাক্ষরটি তাঁর নয়। গ্রন্থাগারে কোনো কিছু পৌঁছে দিতে হলে দুটি নিরাপত্তা তল্লাশি কেন্দ্র (security checks) পার হতে হতো, একটি মূল ফটকে এবং অন্যটি গ্রন্থাগারের নিজস্ব নিরাপত্তা ফটকে। ফেডেক্সের কোনো কর্মী যে এই দুটি নিরাপত্তা ফটক পার হয়ে ভেতরে প্রবেশ করেছিলেন, এমন কোনো নথিপত্র বা রেকর্ড খুঁজে পাওয়া গেল না। ফলে, বইটির প্রকাশনা অনুষ্ঠানটি স্থগিত করতে হলো। ডঃ মোহনের কাছে এই অভিজ্ঞতাটি ছিল অত্যন্ত মর্মান্তিক ছিল। তিনি নিজের প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের জন্য যে বইটি অর্ডার করেছিলেন, সেটিই যদি গন্তব্যে না পৌঁছায়, তবে অন্য সাধারণ মানুষ যারা বই অর্ডার করেন, তাদের বইয়ের পরিণতি কী হতে পারে! মুদ্রণকারীর মাধ্যমে অনলাইনে অগ্রিম দাম দিয়ে বই ডেলিভারি নেওয়ার প্রক্রিয়ার ওপর তিনি ক্রমশ বিশ্বাস হারাতে শুরু করলেন, কারণ ওই মুদ্রণকারীর সাথে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিল ইমেইল (ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ কিংবা টেলিফোন/মোবাইল ফোনে যোগাযোগের কোনো সুযোগই সেখানে ছিল না)।

প্রায় তিন সপ্তাহ পর মুদ্রণকারীরা জানালেন যে, তাঁরা বইটির একটি নতুন কপি পাঠাবেন। ডঃ মোহন অনুরোধ করলেন যেন সেটি 'স্পিড পোস্ট'-এর মাধ্যমে পাঠানো হয়। বইটি ২৪-এ অক্টোবরে পাঠানো হয় এবং ২৭ তারিখে লখনউতে পৌঁছায়; কিন্তু ডাকঘরের কম্পিউটার ব্যবস্থা টানা পাঁচ দিন অচল থাকায় বইটি শেষমেশ ০১.১১.১৮ তারিখে হাতে পাওয়া গেল। ০২.১১.১৮ তারিখে ডঃ মোহনের ডক্টরাল শিক্ষার্থীদের সাথে একটি ক্লাস ছিল, যেখানে তিনি একটি বই কীভাবে প্রকাশ করতে হয়, সে বিষয়ে আলোচনা করতে চেয়েছিলেন। ডাকঘর থেকে যখন তিনি জানতে পারলেন যে বইটি লাইব্রেরিতে পৌঁছে গেছে, তখন তিনি তড়িঘড়ি একটি ট্যাক্সি ভাড়া করে লাইব্রেরির উদ্দেশ্যে রওনা হলেন, কারণ অসুস্থতার কারণে তিনি নিজে গাড়ি চালিয়ে যেতে পারছিলেন না। তবে, সহকারী গ্রন্থাগারিক তাঁকে বইটি দিতে অরাজি হলেন, যদিও বইটি ডঃ মোহন নিজেই কিনে লাইব্রেরির জন্য পাঠিয়েছিলেন। সহকারী গ্রন্থাগারিকের যুক্তি ছিল যে, বইটিতে প্রথমে একটি 'অ্যাকসেশন নম্বর' বা তালিকাভুক্তি নম্বর বসাতে হবে; আর তার জন্য 'ডিন (গবেষণা)'-এর অনুমোদনের প্রয়োজন। পুরো প্রক্রিয়াটি শেষ হতে ৪-৫ দিন সময় লাগবে। পরদিনই ক্লাস রয়েছে, ডঃ মোহনের এই আকুতি সেই অনমনীয় সহকারী গ্রন্থাগারিকের মন গলাতে পারল না। মূল গ্রন্থাগারিক তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না; আর তাঁকে কখন বা কোথায় যোগাযোগ করে পাওয়া যাবে, সে বিষয়েও কেউ কোনো সদুত্তর দিতে পারল না। ডঃ মোহন যাঁর সাথে কথা বলতে পারতেন, সেই ডিরেক্টর তখন হাসপাতালের আইসিইউ-তে চিকিৎসাধীন ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত, সেদিন সন্ধ্যায়ই তিনি পরলোকগমন করেন। ফলে পরদিনের ক্লাসটি আর অনুষ্ঠিত হতে পারেনি।

এরই মধ্যে, সুরাটের বীর নর্মদ বিশ্ববিদ্যালয়ের (Veer Narmad University) বিভাগীয় প্রধান কিছু বই কেনার আগ্রহ প্রকাশ করলেন, যার জন্য একটি ইনভয়েস বা চালান প্রয়োজন ছিল। ডঃ মোহন তাঁদের জন্য দুটি বই অর্ডার করলেন এবং সেগুলো সৌজন্যমূলক (complimentary copy) কপি হিসেবে পাঠিয়ে দিলেন। বইগুলো ছাপার পরে ফেডেক্স (FedEx)-এর মাধ্যমে পাঠানো হলো। কিন্তু এবারও বইগুলো গন্তব্যে পৌঁছাল না। অনলাইন ট্র্যাকিং-এ দেখা গেল যে, শনিবার সন্ধ্যা ৬টার সময় ডেলিভারি কর্মী বইগুলো পৌঁছে দিতে সেখানে গিয়েছিলেন; কিন্তু অফিস বন্ধ থাকায়, তিনি বইগুলো ফেরত নিয়ে আসেন।

ডঃ মোহন এবার বেশ বিচলিত হয়ে পড়লেন। বিশ্বজুড়ে সুপরিচিত ফেডেক্স-এর মতো একটি কুরিয়ার সংস্থা যদি লখনউ ও সুরাটের মতো বড় শহরগুলোর শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতেও বই পৌঁছে দিতে ব্যর্থ হয়, তবে তাঁর বইয়ের অনলাইন বিক্রয় কার্যক্রমের সেখানেই ইতি ঘটবে। বইগুলো যদি যথাসময়ে পাঠকের হাতে পৌঁছাতেই না পারে, তবে বই লেখার সার্থকতা আর কোথায় রইল? তিনি অনুভব করলেন, “বিকল্প কোনো উপায় অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে; অন্যথায়, ‘ভারতীয় অভিজ্ঞতালব্ধ সাহিত্য’ রচনার যে স্বপ্ন তিনি লালন করছেন, যা মানুষকে এই আত্মবিশ্বাস জোগাবে যে ‘কৌশলগত ব্যবস্থাপনার শিক্ষার’ (Strategic Management) গুরুত্ব অপরিসীম, তা কেবল স্বপ্ন হয়েই থেকে যাবে।” দেশের অভ্যন্তরে যখন রাফাল চুক্তি সংক্রান্ত ‘অফসেট ক্লজ’ (Rafale Deal Offset Clause) নিয়ে তুমুল বিতর্ক চলছিল এবং কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দল বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছিল, ঠিক সেই সময়েই ডঃ মোহন ভারতীয় সমাজের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে যথাসময়ে পাঠকের হাতে বই না পৌঁছানোর বিষয়টির সুদূরপ্রসারী প্রভাব নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন।

Developing the Idea of Do It Yourself

‘নিজে করো’ ভাবনার বিকাশ

ঘুম ছাড়া কয়েক রাত কাটানোর পর, একদিন তাঁর মাথায় একটি বুদ্ধি এল। কেউ যদি বইটি নিজেই ছাপা ও বাঁধাই করে নিতে পারে, তবে কাজটি নিশ্চিতভাবে করা তার পক্ষে অনেক সহজ হবে। তাই, মুদ্রণকারীদের জন্য তিনি যে ফাইলটি আপলোড করেছিলেন, সেটিই তিনি তাঁর ট্রাভেল এজেন্টের এবং তাঁর সহকারীর সহায়তায় তাদের অফিসের জেরক্স মেশিনে প্রিন্ট করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু প্রিন্টটি বেরিয়েছিল A4 আকারের পূর্ণ পৃষ্ঠাজুড়ে—যদিও এর ফন্টের আকার ছিল বেশ বড়, যা এমনকি একজন বয়স্ক কর্মকর্তাও অনায়াসেই পড়তে পারতেন। এরপর তিনি আরও একবার চেষ্টা করলেন।

বেশ কয়েকবার চেষ্টার পর ডঃ মোহন লক্ষ্য করলেন যে, জেরক্স মেশিনটিতে ‘বড় পাতা ছোট করার’ (shrink the oversized pages) একটি বিশেষ সেটিং রয়েছে। তিনি বিন্যাস গিয়ে (layout setting) A4 আকারের কাগজ নির্বাচন করলেন এবং সেই বিশেষ সেটিংটি চালু করলেন। এবার ছাপা ঠিক বইয়ের পাতার মতোই একই মাপে এল, তবে তা ছিল কাগজের ঠিক মাঝখানে; কাগজের চারপাশ কিছুটা কেটে ফেললেই এই সমস্যা মিটিয়ে ফেলা যেত। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল এই নিয়ে যে, কাগজটি কীভাবে কাটা যাবে। তিনি একটি কাগজ কাটার ছুরি কিনলেন। সেটি দিয়ে কাজ চলল বটে, কিন্তু যন্ত্রের সাহায্যে কাটার মতো নিখুঁত ও মসৃণ ফিনিশিং তাতে পাওয়া গেল না। তিনি বই বাঁধাইকারীদের খোঁজ করা শুরু করলেন, কিন্তু তারা তার বাড়ি থেকে বেশ দূরে থাকত। অসুস্থতার কারণে তিনি নিজে গাড়ি চালিয়ে যেতে পারছিলেন না, আর ট্যাক্সি ভাড়া করে বাঁধাইকারীদের কাছে যাওয়াটা ছিল বেশ ব্যয়বহুল। তার উপর তো কাগজ কাটার খরচ ছিলই।

বইয়ের প্রচ্ছদ (covers) তৈরি করাও এক অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল। বেশ কয়েক দিন চেষ্টার পর, তিনি একটি আদর্শ সেটিং খুঁজে পান। যদিও এটি তার ট্রাভেল এজেন্টের মেশিনে ছাপা হয়েছিল, কিন্তু A3 আকারের রঙিন ছাপার মতো স্পষ্ট হয়নি। প্রতিবারই তাকে ভাল প্রিন্টারদের কাছে যেতে হতো, যারা কাছাকাছি ছিল না। কিন্তু তিনি দেখলেন শহরের প্রতিটি এলাকায় এমন প্রিন্টার পাওয়া যায় যারা A3 আকারের গ্লসি কাগজে ছাপতে পারে। এতে তিনি স্বস্তি পেলেন। যদি ব্যবহারকারী ইন্টারনেট থেকে বইটির সফট কপি সংগ্রহ করে, সেটি ডাউনলোড করে এবং রাস্তার ধারের যেকোনো জেরক্স সার্ভিস পয়েন্ট থেকে নির্ধারিত সেটিংসে প্রিন্ট করে বাঁধাই করতে পারেন, তবে তিনি নিজেই বইটি তৈরি করতে পারবেন। স্পাইরাল বাইন্ডিংয়ের বিকল্প সবসময়ই ছিল, যা নিয়মিত এমবিএ প্রোগ্রাম এবং ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বই বিতরণের জন্য ব্যবহার করা যেত। এটি ব্যবহারকারীকে প্রয়োজন অনুযায়ী অতিরিক্ত পাঠ্য উপাদান (যদি উপাদানটির লেআউট সেটিং একই থাকে), যোগ করার সুযোগও দিত।

সফট কভার বাঁধাই করার সমস্যাটি বড় স্ট্যাপলিং মেশিন ব্যবহারের মাধ্যমে সমাধান করা যেত, যা অনেক জেরক্সের দোকানেই পাওয়া যায়। ছাপানো বইটির লম্বা প্রান্তের বাম দিকে, কিনারা থেকে প্রায় ৩.৫ সেমি দূরে স্ট্যাপল করার পর, কিনারা বরাবর ২.৭ সেমি চওড়া একটি ফালি কেটে তার উপর রঙিন A3 আকারের ছাপানো মলাটটি সঁটে দেওয়া যেতে পারে। এরপর

পুরো বইটিকে অন্য তিন দিক থেকে (কিনারা থেকে ৩ সেমি দূরে) কেটে ফেললে এটি একটি বইয়ের আকার নেয়, যা অনলাইনে কেনা যায়। তবে এর জন্য একটি ভালো মানের কাগজ কাটার ছুরি প্রয়োজন হয় (নাহলে কিনারা কিছুটা অমসৃণ হতে পারে), যদিও অন্যান্য সুবিধার কথা বিবেচনা করলে এটি তেমন কোনো সমস্যা নয়। কাছাকাছি যদি বই বাঁধাইয়ের কোনো দোকান থাকে যেখানে ভাল কাটিং মেশিন আছে, তাহলে বইটি প্রকাশকের প্রিন্টার থেকে বেরোনো বইয়ের মতোই ভালো হতে পারে।

Economics of Do it Yourself

'নিজে করুন' পদ্ধতির অর্থনৈতিক লাভ

২৭৪ পৃষ্ঠার একটি বই ছাপার খরচ প্রতি পৃষ্ঠায় ০.৬০ টাকা থেকে ১.০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে (উভয় পৃষ্ঠায় ছাপা হলে)। অর্থাৎ, পুরো বইটির জন্য এই খরচ ১৬৫ টাকা থেকে শুরু করে প্রায় ২৭৪ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। বইয়ের প্রচ্ছদ বা কভার ছাপানোর খরচ ১৫ টাকা থেকে ৪০ টাকার মধ্যে হতে পারে। বইয়ের প্রান্তগুলো কাটার কাজটি বাইরে থেকে করিয়ে নিলে তার খরচ বাবদ প্রায় ১০ টাকা লাগতে পারে। সব মিলিয়ে, বইটি নিজে হাতে তৈরি করিয়ে নেওয়ার মোট খরচ ১৯০ টাকা থেকে ৩২৪ টাকার মধ্যে হতে পারে। অনলাইনে বইটির পেপারব্যাক সংস্করণের দাম ৩০০ টাকা ঠিক করা হয়েছিল। তবে এই মূল্যের মধ্যে ৭০ টাকা থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত কুরিয়ার বা ডেলিভারি খরচ ধরা ছিল না। সুতরাং, একজন ক্রেতার জন্য বইটির মোট খরচ ৩৭০ টাকা থেকে ৪০০ টাকার মধ্যে গিয়ে দাঁড়াত। বইটির দাম কম রাখা এবং একটি পূর্ণাঙ্গ বা 'রাউন্ড ফিগার'-এ রাখার উদ্দেশ্যে লেখক ডঃ মোহন তাঁর র‍য়্যালটির পরিমাণ কমিয়ে মাত্র ৭ টাকায় নামিয়ে এনেছিলেন।

Other Advantages: Unique Features of the Book

অন্যান্য সুবিধা: বইটির অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলি

১. প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এটি এমন একটি বই ছিল যা চাহিদা অনুযায়ী (স্টক থেকে নয়) ছাপা যেত। ফলে, পাঠক তাঁর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা বা ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে মানানসই একটি অনন্য প্রচ্ছদ নকশার অনুরোধ জানাতে পারতেন। এতে বইয়ের মজুদ সংরক্ষণের খরচ ছিল শূন্য, আর তাই বইটির মূল্যও ছিল কম। তাছাড়া, এর সাশ্রয়ী মূল্য কেবল পাইকারি বা বিপুল পরিমাণে ক্রয়ের ওপর নির্ভরশীল ছিল না; বরং বইটির একটি একক কপি ক্রয়ের ক্ষেত্রেও এই একই দাম প্রযোজ্য ছিল।

২. নির্দিষ্ট কিছু অধ্যায় নির্বাচন করে এবং সেগুলোকে অন্যান্য বইয়ের অধ্যায় ও কেস স্টাডির সাথে যুক্ত করে বইটি প্রয়োজনমূলক সাজিয়ে নেওয়া সম্ভব; এর ফলে আকর্ষণীয় অথচ সাশ্রয়ী মূল্যের পাঠ্য উপকরণ তৈরি করা যায়। বস্তুত, এই ধরনের কাস্টমাইজড বা নিজস্ব চাহিদামূলক পরিবেশে প্রশিক্ষকরা তাঁদের নিজেদের লেখা গবেষণাও যুক্ত করতে পারেন।

৩. বই ডেলিভারি চার্জ সম্পূর্ণ বাদ থাকে (যেহেতু নিদেই ছাপা হয়), যার ফলে ক্রেতাদের খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়।

4. এই পদ্ধতিতে বইটির সময়মতো এবং চাহিদামতো সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা যায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাত্র একদিনের মধ্যেই তা করা সম্ভব হয়।

5. যদি ব্যবহারকারী 10-পয়েন্টের ফন্ট সহজে পড়তে পারেন, তবে বইটি A4/2 আকারে মুদ্রণ করা যেতে পারে; এতে বইটি নাড়াচাড়া করা বা ব্যবহার করা অনেক সহজ হয়ে ওঠে এবং ছাপার খরচও আগের হিসাবের প্রায় অর্ধেক হয়ে যায়। এই বিন্যাসে, যদি বইটি স্পাইরাল বাইন্ডিং করা হয়, তবে এতে ফাঁকা পৃষ্ঠা যুক্ত করারও সুযোগ থাকে, যা অংশগ্রহণকারীদের ক্লাসে নোট নিতে এবং সেই নোটগুলোসহ পুরো পাঠ্যবস্তু একটি বইয়ের মধ্যেই সংরক্ষণ করতে সহায়তা করে। ছোট আকারের ফন্ট হলেও বইটি পড়তে কোনো অসুবিধা হবে না; কারণ মুদ্রণ খরচ বাবদ সাশ্রয় হওয়া অর্থ দিয়ে মাত্র ১০০ টাকায় বইটির একটি ই-সংস্করণও (E-version) জোগাড় করে রাখা যায়।

6. স্পাইরাল বাইন্ডিং করা সংস্করণের ক্ষেত্রে, কোর্স বা কর্মসূচি চলাকালীন প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোনো সময় নতুন পাঠ্যবস্তু বা উপকরণ যোগ করা সম্ভব।

7. এক্ষেত্রে পুরো বইটি একবারে বা একসঙ্গে ছাপানোর কোনো প্রয়োজন নেই। কোর্সটি যত এগিয়ে যাবে, সেই অনুযায়ী একে একে নতুন অধ্যায়গুলো যুক্ত করা যেতে পারে।

‘নিজের-হাতে-কর’ বই ছাপার প্রযুক্তি পরীক্ষা করার পর ডঃ মোহন স্বস্তি পেলেন, কারণ এতে শুধু শেষ ধাপের সমস্যাই সমাধান হয়নি, বরং এটি বই হাতে পাওয়ার দেরি এবং শেষ ধাপের সমস্যার কারণে সৃষ্ট জরুরি পরিস্থিতিও সামাল দিতে পেরেছিল।

ডঃ মোহনকে যা অবাক করেছিল তা হলো, এটি ব্যবহারকারীর জন্য নতুন কিছু বিকল্প তৈরি করেছিল; বিশেষ করে তাদের জন্য যারা দেশের কোনো প্রত্যন্ত অঞ্চলে থেকেও ‘কৌশলগত ব্যবস্থাপনা’ (Strategic Management) বিষয়টি বুঝতে আগ্রহী।

এটি তাঁকে তিক্ত উপলব্ধি দিলো যে, ভারতের মতো বিশাল একটি দেশে, যেখানে মূল্যবোধের ভিন্নতা এবং কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক বাধা রয়েছে, সেখানে শেষ ধাপের কাজ সূষ্ঠুভাবে করা কতটা কঠিন। তিনি অনুভব করলেন, সব করার পরেও শেষ ধাপের কাজ সামলানো না গেলে পুরোটাই লোকসান হয় এবং বিনিয়োগ আটকে যায়। তিনি আফসোস করে বললেন, দেশের রাজনীতিবিদরা যদি শেষ ধাপের কাজ পরিচালনার এই সমস্যাটি বুঝতে পারতেন, তাহলে অনেক ভালো প্রকল্প দেরি বা ব্যর্থ হতো না।

Q1. ব্যবসার ‘শেষ ধাপ’ (last leg) সামলানোর ক্ষেত্রে কী সমস্যা ছিল?

Q2. কেন এ ধরনের সমস্যা দেখা যায়?

Q3. কীভাবে এই সমস্যাগুলোর সমাধান করা সম্ভব? ভারতীয় ব্যবস্থাপক ও নীতিনির্ধারকেরা এর থেকে কী শিক্ষা নিতে পারেন?

Q4. এই প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা কী?